ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃখাত

বর্তমান বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামো এক গতিশীল ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। বৈশ্বিক রাজনীতি, যুদ্ধাবস্থা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং শুল্ক নীতির পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতি ও রপ্তানি প্রবণতা প্রতিনিয়ত নতুন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার মুখোমুখি হচ্ছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরেই বৈশ্বিক বাণিজ্য ও অর্থনীতির গতিপথ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের উত্থান-পতন বিশ্বের রপ্তানি প্রবাহকে প্রভাবিত করছে। ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও নিষেধাজ্ঞা নীতির কারণে অনেক দেশ বিকল্প বাজার খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে, যা রপ্তানির গতিপ্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তন করছে। বিশ্বের বৃহৎ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিধর দেশসমূহ শুল্ক নীতির মাধ্যমে নিজেদের অর্থনীতিকে সুরক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ের যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্য যুদ্ধ এর একটি বড় উদাহরণ, যেখানে পরস্পরের পণ্যের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করা হয়। এসব ট্যারিফ নীতির কারণে আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খল বাধাগ্রস্ত হয় এবং উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। এতে করে পণ্য প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে থাকে। আইএমএফ এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক আপডেট, জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী, বিশ্বে পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২৩ সালে ১.০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালে ৩.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং ২০২৫ সালে এই পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ২.৬ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ২০২৬ সালে আরও কমে ১.৯ শতাংশ হতে পারে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা খাতের ঘাটতি হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই ঘাটতি আবার বৃদ্ধি পেয়ে ৪,২৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই ঘাটতি আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৪০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৩,৩৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয় যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৪,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি ছিল। সার্বিক ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত হওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (গ্রস) ২০২৫ সালের জুন শেষে দাঁড়িয়েছে ৩১,৭৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ২৬,৭১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রিজার্ভের এই পরিমাণ দিয়ে দেশের ৫.৬ মাসের পণ্য আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব। একই সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি হয়েছে ৮.৮০ শতাংশ। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ করতে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় একটি মাইলফলক। তবে, এ উত্তরণ অর্থনৈতিক নীতিমালায় ও রপ্তানিতে মৌলিক পরিবর্তনের দাবি রাখে। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জসমূহ কৌশলগতভাবে মোকাবেলা, দূরদর্শী নীতি প্রণয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, প্রযুক্তি ও দক্ষতায় বিনিয়োগ এবং বহুমুখী রপ্তানি কৌশল বাস্তবায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশ প্রয়োজনীয় অভিযোজন করতে পারবে এবং নিজ অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারবে।

বৈশ্বিক বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ ধারা

বৈশ্বিক বাণিজ্যে রপ্তানির পরিমাণ প্রতি বছর ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ সালের ২১.৩২ ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক রপ্তানি ২০২৪ সালে ৩২.২০ ট্রিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। পক্ষান্তরে, যুদ্ধসহ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমীকরণ বিশ্ব রপ্তানিতে মন্দা এবং অভিঘাত তৈরি করে থাকে। ২০২২ সালে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বৈশ্বিক অর্থনীতির উপর গভীর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ইউক্রেন বিশ্বের অন্যতম খাদ্যশস্য রপ্তানিকারক, বিশেষ করে গম ও ভুট্টা; অন্যদিকে রাশিয়া জ্বালানি ও সার রপ্তানিতে শীর্ষস্থানে। এই যুদ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়েছে, যার ফলে বিশ্বজুড়ে খাদ্য ও জ্বালানির দাম বেড়েছে এবং মুদ্রাস্ফীতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, ফিলিস্তিনের উপরে ইসরায়েলের আগ্রাসন শুধুমাত্র মানবিক সংকট নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্য তথা বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য একটি বড় অভিঘাত হিসেবে দেখা দিয়েছে। এই সংঘাত তেল উৎপাদনকারী অঞ্চলের স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করেছে, যার ফলে বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানির দামে এই অস্থিরতার প্রভাবে পরিবহন ব্যয় এবং সার্বিকভাবে রপ্তানি ব্যয় বৃদ্ধি পায়, যা রপ্তানিকারক দেশগুলোর প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার ক্ষমতা গুণগতভাবে হ্রাস করে। এর পাশাপাশি, আধুনিক প্রযুক্তির সবচেয়ে আলোচিত অনুষঙ্গ তথা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বিপ্লব সাধন করে চলেছে। এতে করে পণ্যের গুণমান ও সরবরাহ দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই অনেক শ্রমনির্ভর খাতকে হুমকির মুখে ফেলছে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের শ্রম খাত ঝুঁকিতে ফেলছে।

আইএমএফ এর ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক আপডেট, জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী, বিশ্বে পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ ২০২৩ সালে ১.০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালে ৩.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে এবং ২০২৫ সালে এই পণ্য ও সেবা বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ২.৬ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা ২০২৬ সালে আরও কমে ১.৯ শতাংশ হতে পারে। উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর ক্ষেত্রে, ২০২৫ সালে বাণিজ্যের পরিমাণ ১.৮ শতাংশ এবং পরবর্তীতে ২০২৬ সালে ১.২ শতাংশে হ্রাসের পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য, বাণিজ্যের এই প্রবৃদ্ধি ২০২৫ এবং ২০২৬ উভয় সালেই যথাক্রমে ৩.৮ শতাংশ ও ৩.২ শতাংশ হওয়ার আশা করা হচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১ এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬.১: বিশ্ব বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০২৩	২০২৪	২০২৫	২০২৬
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	১.০	৩.৫	২.৬	১.৯
উন্নত অর্থনীতি	০.২	২.০	১.৮	১.২
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	২.৩	৫.৮	৩.৮	৩.২

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক আপডেট, জুলাই ২০২৫, আইএমএফ।

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়

বিগত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানি আয় কমে গেলেও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে কিছুটা প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট ৪৮,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় অর্জিত হয়, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্জিত ৪৪,৪৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৮.৬০ শতাংশ বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, কৃষিজাত পণ্য, জুতা এবং প্রকৌশল দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট রপ্তানি আয়ে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার খাতের সম্মিলিত অবদান হচ্ছে ৮১.৪৬ শতাংশ। তাছাড়া, পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় রাসায়নিক দ্রব্য (৫.৪৩%), হিমায়িত খাদ্য (১৭.২৪%), হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য (৮.৫৭%), জুতা (২৫.৪২%), প্রকৌশল দ্রব্য (৭.৪৮%) এবং কৃষিজাত পণ্যের (৫.৭৫%) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, কাঁচাপাট, পাটজাত পণ্য ও চামড়ার রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০২১-২২ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের শতকরা অংশ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সারণি ৬.২-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.২: পণ্যভিত্তিক রপ্তানি আয়ের* শতকরা অবদান ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি

গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার		২০২৩-২৪ এর তুলনায় ২০২৪-২৫ এ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)
	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	
ক। প্রাথমিক পণ্য	**১৬৪৩**	**১৪৬১**	**১৫০৩**	**১৫৮১**	**৩.৩৮**	**৩.২৭**	**৫.১৯**
১। কাঁচাপাট	১৩৮	২০৪	১৬১	১৪৯	০.৩৬	০.৩১	-৭.৪৫
২। চা	৪	২	৪	৪	০.০১	০.০১	০.০০
৩। হিমায়িত খাদ্য	৪৭৭	৪২৫	৩৭৭	৪৪২	০.৮৫	০.৯২	১৭.২৪
৪। কৃষিজাত পণ্য	৫৩২	৭২০	৮১৮	৮৬৫	১.৮৪	১.৭৯	৫.৭৫
৫। অন্যান্য প্রাথমিক দ্রব্য	৪৯২	১১০	১৪৩	১২১	০.৩২	০.২৫	-১৫.৩৮
খ। শিল্পজাত পণ্য	**৫০১৭২**	**৪৫০৩৩**	**৪২৯৭২**	**৪৬৭১৯**	**৯৬.৬২**	**৯৬.৭৩**	**৮.৭২**
৬। পাটজাত পণ্য	৯১১	৭৭৬	৭৬৪	৭৬১	১.৭২	১.৫৮	-০.৩৯
৭। চামড়া	১৫১	১২৫	১৪৩	১২৮	০.৩২	০.২৭	-১০.৪৯
৮। পেট্রোলিয়াম পণ্য	৩৪	১৮	২১	২১	০.০৫	০.০৪	০.০০
৯। তৈরি পোশাক	১৯৩৯৯	১৭৮১৮	১৬৮৬২	১৮১৮৪	৩৭.৯১	৩৭.৬৫	৭.৮৪
১০। নীটওয়্যার	২৩২১৪	২০৩৫৮	১৯২৬৮	২১১৬২	৪৩.৩২	৪৩.৮১	৯.৮৩

গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির শতকরা হার		২০২৩-২৪ এর তুলনায় ২০২৪-২৫ এ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি (%)
	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	
১১। রাসায়নিক দ্রব্য	৩৬৪	৩০৩	৩৫০	৩৬৯	০.৭৯	০.৭৬	৫.৪৩
১২। জুতা	৪৪৯	৩৮৫	৪১৭	৫২৩	০.৯৪	১.০৮	২৫.৪২
১৩। হস্ত শিল্পজাত দ্রব্য	৪৩	৩০	৩৫	৩৮	০.০৮	০.০৮	৮.৫৭
১৪। প্রকৌশল দ্রব্য	৭৯৬	৫১২	৫০৮	৫৪৬	১.১৪	১.১৩	৭.৪৮
১৫। অন্যান্য শিল্প পণ্য	৪৮১১	৪৭০৮	৪৬০৪	৪৯৮৭	১০.৩৫	১০.৩৩	৮.৩২
মোট রপ্তানি	**৫২০৮৩**	**৪৬৪৯৫**	**৪৪৪৭৫**	**৪৮৩০০**	**১০০**	**১০০**	**৮.৬০**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এর তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত * কাস্টমসভিত্তিক

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি উপাত্তে দেখা যায় যে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানি। আলোচ্য সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে যথাক্রমে ৮,৬৯২.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৫,২৯৪.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের মোট রপ্তানির যথাক্রমে ১৮.০০ শতাংশ এবং ১০.৯৬ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, কাঁকড়া, গৃহস্থালী বস্ত্র ইত্যাদি। দেশভিত্তিক পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য (৯.৫৭%), ফ্রান্স (৫.০০%) ও নেদারল্যান্ড (৪.৮৭%)। দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি ৬.৩-এ দেখানো হলো। উল্লেখ্য, রপ্তানি উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৬.১-এ দেয়া হলো।

সারণি ৬.৩: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	জার্মানি	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০১৪-১৫	৫৭৮৩.৪৩	৩২০৫.৪৫	৪৭০৫.৩৬	১৭৪৩.৫৪	৯৭৫.১৩	১৩৮২.৩৫	৮৪০.৩৪	১০২৯.১৩	৯১৫.২২	১০৬২৮.৯৯	৩১২০৮.৯৪
২০১৫-১৬	৬২২০.৬৫	৩৮০৯.৭	৪৯৮৮.০৮	১৮৫২.১৬	১০১৫.৩৩	১৩৮৫.৬৭	৮৪৫.৯২	১১১২.৮৮	১০৭৯.৫৫	১১৯৪৭.২৪	৩৪২৫৭.১৮
২০১৬-১৭	৫৮৪৬.৬৪	৩৫৬৯.২৬	৫৪৭৫.৭৩	১৮৯২.৫৫	৯১৮.৮৫	১৪৬২.৯৫	১০৪৫.৬৯	১০৭৯.১৯	১০১২.৯৮	১২৩৫২.০৬	৩৪৬৫৫.৯০
২০১৭-১৮	৫৯৮৩.৩১	৩৯৮৯.১২	৫৮৯০.৭২	২০০৪.৯৭	৮৭৭.৯০	১৫৫৯.৯২	১২০৫.৩৭	১১১৮.৭২	১১৩১.৯০	১২৯০৬.২৪	৩৬৬৬৮.১৭
২০১৮-১৯	৬৮৭৬.২৯	৪১৬৯.৩১	৬১৭৩.১৬	২২১৭.৫৬	৯৪৬.৯৩	১৬৪৩.১২	১২৭৮.৬৯	১৩৩৯.৮০	১৩৬৫.৭৪	১৪৫২৪.৪৪	৪০৫৩৫.০৪
২০১৯-২০	৫৮৩২.৩৯	৩৪৫৩.৮৮	৫০৯৯.১৯	১৭০৩.৫৮	৭২৩.৪৩	১২৮২.৮১	১০৯৮.৬৮	১০০০.৪৯	১২০০.৭৮	১২২৭৮.৮৬	৩৩৬৭৪.০৯
২০২০-২১	৬৯৭৪.০১	৩৭৫১.২৭	৫৯৫৩.৫১	১৯৬২.১৪	৭০৪.৯৮	১৩০৮.৬২	১২৭৭.৪৪	১১৬৪.০১	১১৮৩.৬৪	১৪৪৭৮.৬৯	৩৮৭৫৮.৩১
২০২১-২২	১০৪১৭.৭২	৪৮২৮.০৮	৭৫৯০.৯৭	২৭১১.০৬	৯০০.০৩	১৭০২.২৯	১৭৭৫.০১	১৫২২.৯৬	১৩৫৩.৮৫	১৯২৮০.৬৯	৫২০৮২.৬৬
২০২২-২৩	৮৫৩৫.৫৩	৪৪৩৪.১৪	৫৬০৪.৮৬	২৬৪৩.৮২	৭৯৫.৫৫	১৭৮৮.৭০	১৭৯৮.৫৩	১৪৬৮.৩৯	১৪৫৫.৫৭	১৭৯৬৯.৫২	৪৬৪৯৪.৬০
২০২৩-২৪	৭৫৯২.৬৩	৪৪৮০.৩৬	৪৮৪৮.০১	২২৭৯.৪২	৬৫৬.৮০	১৫৯৪.৬১	১৯৩২.২১	১৩১২.৯৬	১৩১৪.৮৫	১৮৪৬৩.০৭	৪৪৪৭৪.৯১
২০২৪-২৫	৮৬৯২.৮০	৪৬২২.৬১	৫২৯৪.৪৭	২৪১৬.৬৯	৭২৯.১৬	১৬৬৪.০২	২৩৫৪.১৯	১৪৬৩.৫৮	১৪১২.২৪	১৯৬৫০.২৭	৪৮৩০০.০৩
শতকরা হার	১৮.০০	৯.৫৭	১০.৯৬	৫.০০	১.৫১	৩.৪৫	৪.৮৭	৩.০৩	২.৯২	৪০.৬৮	১০০.০০

উৎসঃ অর্থবছর ২০১৪-১৫ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং অর্থবছর ২০২২-২৩ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত।

পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়

বিনিময় হারের ব্যাপক অবচয়ন, বৈদেশিক মুদ্রার সংকট এবং সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির ফলে ঋণের উচ্চ মূল্য সত্ত্বেও ২০২৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে সার্বিক আমদানি বাড়তে শুরু করেছে। বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির পাশাপাশি আমদানি প্রতিবন্ধকতা কিছুটা শিথিল করা এবং তৈরি পোশাকের ব্যবহৃত উপকরণের/কাঁচামালের চাহিদা বৃদ্ধি- উক্ত আমদানি চাহিদা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৮,৩৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ৬৬,৭২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২.৪ শতাংশ বেশি। ২০১৯-২০ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি সারণি ৬.৪ এ দেখানো হলো।

সারণি-৬.৪: পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৬৫৪৮	৯৮৮৯	৯৬৯৫	৮৭৪১	৭৮০০	৭৪৬৭
চাল	২২	৮৫১	৪২৭	৫৭২	২৫	৬৮৩
গম	১৬৫১	১৮৩০	২১৩৫	২০২৮	২০৩৩	১৬২৪
তৈলবীজ	১১৮৩	১৪০৬	১৭৫৮	১২৩৯	১১৮৮	১০৭৯
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৭৩১	২৬১৬	৯৩৬	৬২৮	৯৪৪	৬২৫
তুলা	২৯৬১	৩১৮৬	৪৪৩৯	৪২৭৪	৩৬১০	৩৪৫৬
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	১১১৪৫	১৪১৭৯	২২৩৭৮	১৮৩৫৮	১৫৬২৭	১৫৮৩৪
ভোজ্য তৈল	১৬১৭	১৯২৬	২৮৯৩	২৮৯৩	২১৯৩	২৭১৫
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রী	৪৬২৭	৬৩৬৯	৭০৫৭	৫১৪৫	৫১৮৪	৪৫১৩
সার	১০৩৫	১৩৬০	৪৩৯১	৪৯১৩	২৬৯৮	২৬২০
ক্লিংকার	৮৭৯	১০৪৮	১২২৩	১১৬৪	৯৩৯	৮৩৫
স্টেপল ফাইবার	১০৮৬	১০৪০	১৫৬৯	১৪৪৮	১৩৯২	১৫৩২
সূতা	১৯০১	২৪৩৬	৫২৪৫	২৭৯৫	৩২২১	৩৬১৯
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	৩৫৮১	৩৮২৫	৫৪৬৩	৪৮৪৭	৩৪৮৩	২৮১৯
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	৩৩৫১১	৩৭৭০২	৫১৬২৬	৪৩১১৬	৩৯৮১৫	৪২২৩৪
সর্বমোট (সিআইএফ)	৫৪৭৮৫	৬৫৫৯৫	৮৯১৬২	৭৫০৬২	৬৬৭২৫	৬৮৩৫৪
শতকরা পরিবর্তন (%)	-৮.৬	১৯.৭	৩৫.৯	-১৫.৮	-১১.১	২.৪

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সংকলিত ।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

মোট পণ্য আমদানি মূল্যের ভিত্তিতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চীন থেকে সর্বোচ্চ আমদানি করা হয় যা দেশের মোট আমদানির ৩০.০২ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৪.১৮%) ও যুক্তরাষ্ট্র (৩.৬৭%)। সারণি ৬.৫-এ দেশভিত্তিক (২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর) আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৫: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দ. কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০১৪-১৫	৫৫৮৮	১১২৬৮	২৮৯৪	১৮১৬	৮৮১	১০৬০	১৪১৭	৮৮০	১৩৬১	১৩৫৩৯	৪০৭০৪
২০১৫-১৬	৫৭২২	১২৫৮২	১২০৩	২০৭৫	৮২৭	১০০৪	১৪১৭	১১৩৪	১১৮৪	১৫৯৭৪	৪৩১২২
২০১৬-১৭	৬৩৩৬	১৩২৯২	২১১৩	২০৩১	৭২৬	৯৯০	১৪৮৩	১৩৫৮	১০৪০	১৭৬৩৬	৪৭০০৫
২০১৭-১৮	৮৯৪১	১৫৯৩৭	২২৫৫	২৪২২	৬৭৬	১১২৯	১৯০৭	২১৬০	১৩৪২	২২০৯৬	৫৮৮৬৫
২০১৮-১৯	৮২৪২	১৭২৬৫	২২৭৪	২২৫৪	৬১৪	১১৭৫	১৬১৮	২৩৭০	১৫২০	২২৫৮৩	৫৯৯১৫
২০১৯-২০	৬৬৬৩	১৪৩৬০	১৮৮৩	২০৯২	৩৮২	১০৮৪	১৫২৫	২৮৩৯	১৬২৩	২২৩৩৪	৫৪৭৮৫
২০২০-২১	১০৩৩৪	১৬৯৭৪	২৪৩৬	২৪৬৮	২৭৫	৯৭১	১৪৩৬	২৩৯৮	১৮০১	২৬৫০২	৬৫৫৯৫
২০২১-২২	১৫১৭৯	২৪২৫৫	৩০৬৬	৩৪০২	৩৩৪	১৪৬৬	২০০৬	৩১৯৩	২৯৬৬	৩৩২৯৫	৮৯১৬২
২০২২-২৩	১০০২১	২১১২৫	২২২৪	২৫৭৪	২৭৩	১২১২	১৫৪৭	২৬০৪	২৪১৯	৩১০৬৩	৭৫০৬২
২০২৩-২৪	৮৯৮৯	১৯০৪৯	২১২৯	১৯৫২	২৫৫	৯৭৩	১০৮২	২৮৮৩	২২২৭	২৭১৮৬	৬৬৭২৫
২০২৪-২৫	৯৬৯৩	২০৫২২	২২৬৮	১৯৬৮	২৫৬	৮৯৫	১১২৭	২৫০৬	১৯১১	২৭২০৮	৬৮৩৫৪
শতকরা হার	১৪.১৮	৩০.০২	৩.৩২	২.৮৮	০.৩৭	১.৩১	১.৬৫	৩.৬৭	২.৮০	৩৯.৮০	১০০.০০

উৎসঃ: বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

বাণিজ্য ভারসাম্য

২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত বাণিজ্য হিসাবের ভারসাম্য, রপ্তানি (এফওবি) ও আমদানি (এফওবি) এর প্রবৃদ্ধির গতিধারা লেখচিত্র ৬.১-এ দেখানো হলো। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ২০,৩৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাণিজ্য ভারসাম্যের এ ঘাটতি ছিল ২২,৪৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

লেখচিত্র ৬.১: বাণিজ্য ভারসাম্য

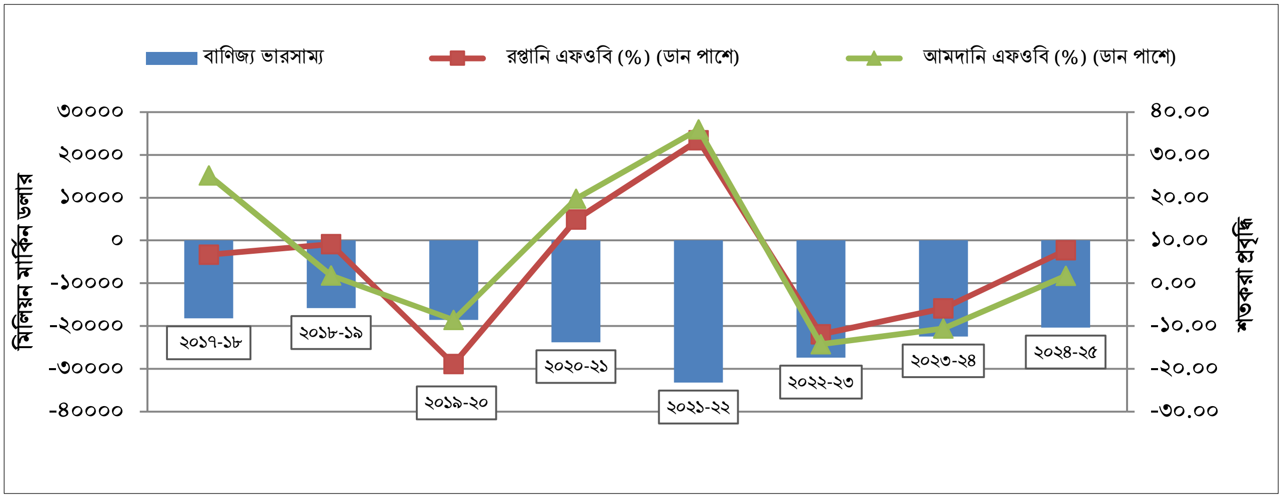

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক।

সেবাখাতের বাণিজ্য

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সেবাখাতের বাণিজ্যে নিট ঘাটতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় ১,১৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেড়ে ৫,৪০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এ দাঁড়িয়েছে। বিগত বছরগুলোতে পরিবহন, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক খাত সম্পর্কিত সেবাসমূহ থেকে রপ্তানি আয়ের হ্রাস/বৃদ্ধি হয়েছে। তবে একইসাথে, পরিবহন, ভ্রমণ, অন্যান্য বাণিজ্যিক খাত সম্পর্কিত সেবাসমূহের আমদানিও বেড়েছে, যা এরূপ ঘাটতি তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। সেবাখাতের বাণিজ্য পরিস্থিতি সারণি ৬.৬ এ দেখানো হলো। সারণি ৬.৬ থেকে দেখা যায় যে, বিগত বছরগুলোতে সেবাখাতের রপ্তানি থেকে প্রাপ্তির চেয়ে সেবাখাতে আমদানির জন্য বেশি ব্যয়ের কারণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদিও ঘাটতির পরিমাণ ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে কমতে শুরু করেছিল। তবে, করোনা মহামারির কারণে পরবর্তী বছরগুলোতে, যেমন ২০২০-২১ অর্থবছর এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে এই ঘাটতি আবার বৃদ্ধি পায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সেবা খাতের ঘাটতি হ্রাস পেয়েছিল, কিন্তু ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই ঘাটতি আবার বৃদ্ধি পেয়ে ৪,২৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই ঘাটতি আবার বৃদ্ধি পেয়ে ৫,৪০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। সেবাখাত থেকে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিবেচনা করে আইসিটি ও সফটওয়্যার খাতে দক্ষতা উন্নয়ন, বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, সেবার গুণগত মানের উন্নয়ন এবং পর্যটন বিকাশকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

সারণি ৬.৬: সেবাখাতের বাণিজ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সেবাসমূহ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*	২০২৩-২৪*	২০২৪-২৫
সেবা (নেট)	-৪২০১	-৩১৭৬	-২৫৭৮	-৩০২০	-৩৯৫৫	-৩১৩১	-৪২৪১	-৫৪০৫
মোট প্রাপ্তি	৪৫৪০	৭১৫৪	৬৭১৬	৭৪৩৯	৯৯২৫	৬৯৭১	৬২৮৫	৬৭২৯
১. পরিবহন	৫৮৯	৬৬৩	৫৭৩	৮৫৩	১৭৫৩	৯৭৩	৯৯৪	১৪৩৬
২. ভ্রমণ	৩৫১	৩৬৮	৩২০	২১৯	৩৫৬	৪৪৮	৪৪৭	৪৪৮
৩. টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি	৫৩৮	৫৫৭	৪৬৫	৪৩৭	৭৫৫	৬৬৫	৬৭৩	৭২৫
৪.অন্যান্য ব্যবসায়িক সেবা	৫৯৪	৯৮৪	৮৮৪	৯২৩	১১৩১	১১৭৭	১১২০	১২৫০
৫. সরকারি সেবাসমূহ	১৯৯৬	২৮১৭	২৮৮৯	২৬৭৪	২৬৩৫	২০৬৮	১৫৫৪	১৪২৮
৬. অন্যান্য	৪৭২	১৭৬৫	১৫৮৫	২৩৩৩	৩২৯৫	১৬৪২	১৪৯৭	১৪৪২
মোট পরিশোধ	৮৭৪১	১০৩৩০	৯২৯৪	১০৪৫৯	১৩৮৮০	১০১০২	১০৫২৬	১২১৩৪
১. পরিবহণ	৫৫২৯	৫৬৩৮	৫২৮৭	৬৩৬৪	৮৬২৯	৬০১৪	৬১৪৬	৭৭৭৪
২. ভ্রমণ	৮১৫	৮২৩	৭০০	৪২৩	১০১৮	১৫৯২	১৬৭১	১৬৬০
৩. টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি	৭৮	৯২	১০৫	১০৪	১২৪	১৪২	১৫৪	১৮৩
৪.অন্যান্য ব্যবসায়িক সেবা	৯৯৫	৮৪৭	৭২৮	৬৪১	৮২১	৭৪২	৮২৯	৯৮৬
৫. সরকারি সেবাসমূহ	৩২১	২১৭	২২৫	৫২৪	৩৮২	৩৩০	৩৫৪	৩৯৯
৬. অন্যান্য	১০০৩	২৭১৩	২২৪৯	২৪০৩	২৯০৬	১২৮২	১৩৭৩	১১৩২

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, *সংশোধিত।

প্রাথমিক আয় হিসাব

বিগত বছরগুলিতে প্রাথমিক আয় হিসাবে নেট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এই ঘাটতি ৫,০৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা গত অর্থবছরে ছিল ৪,৩২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

মাধ্যমিক আয় হিসাব

সরকারিভাবে প্রদত্ত খাদ্য ও পণ্য সহায়তা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কাজে সহযোগিতা মাধ্যমিক আয় হিসাবের মূল উৎস। এছাড়া প্রবাসী কর্মীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, অন্যান্য উপহার এবং অনুদান এই হিসাবের মধ্যে রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৬,৫৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার নেট বৃদ্ধির ফলে এই হিসাব দাঁড়িয়েছে ৩০,৯৮৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা গত অর্থবছরে ছিল ২৪,৩৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মাধ্যমিক আয় হিসাব মূলত বিদেশে কর্মরত প্রবাসীদের রেমিট্যান্স দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চলতি হিসাবের ভারসাম্য

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস এবং অর্থবছরের শেষ নাগাদ রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৬.৮ শতাংশ বৃদ্ধির ফলে চলতি হিসাবের ঘাটতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৬৬০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে।

মূলধন এবং আর্থিক হিসাব

দেশীয় এবং অ-নিবাসীদের মধ্যে অ-উৎপাদিত, অ-আর্থিক সম্পদের স্থানান্তর এবং মূলধন সহায়তা থেকে উদ্ভূত মূলধন হিসাব যা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খুবই স্বল্প পরিমানের। প্রধানত: সরকারি প্রকল্প অনুদান (কারিগরি সহায়তা ব্যতীত) আকারে কিছু মূলধন স্থানান্তরকে এই হিসাবের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নেট মূলধনের প্রবাহ রেকর্ড করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৬৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আর্থিক হিসাবে ৩৯৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উদ্বৃত্ত উপরিলক্ষিত হয়, যা পূর্ববতী অর্থবছরে উদ্বৃত্ত ছিল ৪৪৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নেট প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ আগের বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, বিদেশি পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বছরের পর বছর অস্থিতিশীল ছিল এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছর ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এটির নেতিবাচক ধারা পরিলক্ষিত হয়, যা যথাক্রমে (-)৩৪৩ মিলিয়ন ও (-)১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি হ্রাস পেয়ে ২০,৩৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বাণিজ্য ভারসাম্যের এ ঘাটতি ছিল ২২,৪৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ভারসাম্য ঘাটতি অবস্থা থেকে উন্নত হয়ে উদ্বৃত্ত ১৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। মূলত, আমদানি বৃদ্ধির চেয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি তুলনামূলক বেশি হওয়ায় বাণিজ্য ভারসাম্যের ঘাটতি কিছুটা উন্নতি এবং রেমিট্যান্স আন্তঃপ্রবাহের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধিই চলতি হিসাবের উদ্বৃত্তের কারণ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্সের আন্তঃপ্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ৩০,৩২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মূলধনী হিসাব এবং আর্থিক হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ সর্বমোট ৪,৩৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। একই সময়ে, চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত এবং ভুল-ভ্রান্তি সংক্রান্ত হিসাবের পরিমাণ (-)৯৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে, দীর্ঘ তিন অর্থবছর ঘাটতির পর ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ৩,৩৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ৪,৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ঘাটতি ছিল। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি সারণি ৬.৭-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৭: বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২**	২০২২-২৩**	২০২৩-২৪**	২০২৪-২৫***
বাণিজ্য ভারসাম্য	-১৮১৭৮	-১৫৮৩৫	-১৮৫৬৯	-২৩৭৭৮	-৩৩২৫০	-২৭৩৮৪	-২২৪৩৩	-২০৩৮৯
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেড সহ)	৩৬২৮৫	৩৯৬০৪	৩২১২১	৩৬৯০৩	৪৯২৪৫	৪৩৩৬৪	৪০৮০৭	৪৩৯৫৮
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	৫৪৪৬৩	৫৫৪৩৯	৫০৬৯০	৬০৬৮১	৮২৪৯৫	৭০৭৪৮	৬৩২৪০	৬৪৩৪৭
সেবা	-৪২০১	-৩১৭৬	-২৫৭৮	-৩০২০	-৩৯৮৭	-৩১৩১	-৪২৪১	-৫৪০৫
প্রাথমিক আয়	-২৬৪১	-২৩৮২	-৩০৭০	-৩১৭২	-২৭২৬	-৩৪০৭	-৪৩২৬	-৫০৪২
তন্মধ্যে সরকারের সুদ পরিশোধ	৫৯৭	৭৫৮	৯৬০	৯০৯	৫১৮	১০৩০	১৪০৬	১৬৯৭
মাধ্যমিক আয়	১৫৪৫৩	১৬৯০৩	১৮৭৮২	২৫৩৯৫	২১৭৬৭	২২২৮৯	২৪৩৯৮	৩০৯৮৫
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	১৪৯৮২	১৬৪২০	১৮২০৫	২৪৭৭৮	২১০৩২	২১৬১১	২৩৯১২	৩০৩২৯
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	-৯৫৬৭	-৪৪৯০	-৫৪৩৫	-৪৫৭৫	-১৮১৯৬	-১১৬৩৩	-৬৬০২	১৪৯
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব								
মূলধনী হিসাব	৩৩১	২৩৯	২৫৬	৪৫৮	৬১০	৪৭৫	৬৬৫	৩৭৬
আর্থিক হিসাব	৯০১১	৫১৩০	৮৬৫৪	১৪০৬৭	১৬৬৯১	৬৮৮৯	৪৪৮৭	৩৯৮০
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)	১৭৭৮	২৬২৮	১২৭১	১৩৫৫	১৮২৭	১৬৪৯	১৪২৫	১৭১২
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	৩৪৯	১৭১	৪৪	-২৬৯	-১৫৮	-৩০	-৩৪৩	-১৫০
অন্যান্য বিনিয়োগ	৬৮৮৪	২৩৩১	৭৩৩৯	১২৯৮১	১৫০২২	৫২৭০	৩৪০৫	২৪১৮
ভুলভ্রান্তি	-৬৩২	-৭০০	-৩০৬	-৬৭৬	-৫৭৬১	-৩৯৫৩	-২৮৫০	-১১১১
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**-৮৫৭**	**১৭৯**	**৩১৬৯**	**৯২৭৪**	**-৬৬৫৬**	**-৮২২২**	**-৪৩০০**	**৩৩৯৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

* এই শ্রেণি বিভাগ BPM-৬ ম্যানুয়াল অনুযায়ী এবং রপ্তানি ও আমদানি উভয়ক্ষেত্রে শিপমেন্টভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে

সংশোধিত, * সাময়িক

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ জুন ২০২৪ শেষে ২৬,৭১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২৫ শেষে ৩১,৭৭২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। যা দিয়ে ৫.৬ মাসের পণ্য আমদানি ব্যয় মিটানো সম্ভব। ৩০ জুন ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮ এবং লেখচিত্র ৬.২-এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৮: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০১৫	২৫০২৫
৩০.০৬.২০১৬	৩০১৬৮
৩০.০৬.২০১৭	৩৩৪৯৩
৩০.০৬.২০১৮	৩২৯৪৩
৩০.০৬.২০১৯	৩২৭১৭
৩০.০৬.২০২০	৩৬০৩৭
৩০.০৬.২০২১	৪৬৩৯১
৩০.০৬.২০২২	৪১৮২৭
৩০.০৬.২০২৩	৩১২০৩
৩০.০৬.২০২৪	২৬৭১৪
৩০.০৬.২০২৫	৩১৭৭২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্রঃ ৬.২: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

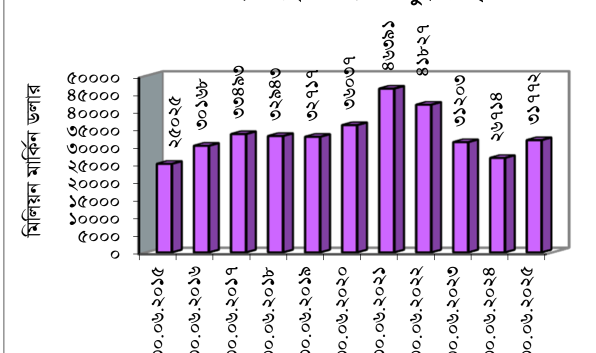

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

কঠোর মুদ্রানীতির পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে নমনীয়তা (flexibility) রক্ষার্থে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপসমূহের মধ্যে বিনিময় হারের পুনর্বিন্যাসের (realignment) লক্ষ্যে বিনিময় হারের ব্যাপক অবচিতি এবং ক্রলিং পেগ বিনিময় হার ব্যবস্থা অনুসরণ উল্লেখযোগ্য। ফলশ্রুতিতে, বাংলাদেশে সামগ্রিকভাবে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারিত গড় বিনিময় হার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনায় মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার ৮.৮০ শতাংশ অবচিতি হয়। বিগত ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ১১১.০৪ টাকা, যা ৩০ জুন ২০২৫ এ ১২০.৮১ টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৯ এবং লেখচিত্র ৬.৩-এ দেখানো হলো। উল্লেখ্য, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ সংযোজনী ৬.২-এ দেয়া হলো।

সারণি ৬.৯: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	ভারিত গড় বিনিময় হার (টাকা)
২০১৪-১৫	৭৭.৬৭
২০১৫-১৬	৭৮.২৬
২০১৬-১৭	৭৯.১২
২০১৭-১৮	৮২.১০
২০১৮-১৯	৮৪.০৩
২০১৯-২০	৮৪.৭৮
২০২০-২১	৮৪.৮১
২০২১-২২	৮৬.৩০
২০২২-২৩	৯৯.৪৫
২০২৩-২৪	১১১.০৪
২০২৪-২৫	১২০.৮১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৬.৩: মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

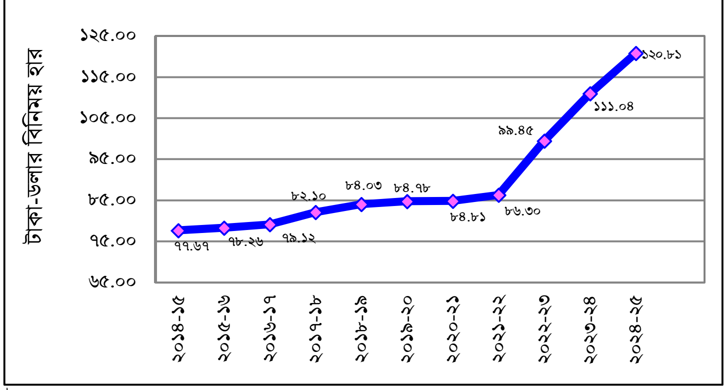

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। নিম্নের সারণি ৬.১০ এ ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৬.১০: ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	অপারেটিভ ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫, ১৫, ২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫, ১৫, ২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০, ৫, ১২, ২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০, ৩, ৭, ১২, ২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫

অর্থবছর	অপারেটিভ ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	অপারেটিভ ট্যারিফ ধাপ
২০১২-১৩	০, ৩, ৫, ১২, ২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০, ৫, ১০, ২৫	২৫	৪
২০১৪-১৫	০, ৫, ১০, ২৫	২৫	৪
২০১৫-১৬	০, ৫, ১০, ২৫	২৫	৪
২০১৬-১৭	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০১৭-১৮	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০১৮-১৯	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০১৯-২০	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০২০-২১	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০২১-২২	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০২২-২৩	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০২৩-২৪	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬
২০২৪-২৫	০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫	২৫	৬

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডাটাবেইজ।

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথা: (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে:

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষি খাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগী খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্কহার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-১৯৯২ অর্থবছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০২২-২৩ সালেও অব্যাহত রাখা হয়। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫.০৯ শতাংশে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৪.৮৭ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৯৯.৬৫ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৩৫ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: চিনি, সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, রুপা, সোনা, স্টিল প্রডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ হয়। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরি ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম কর, অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আরোপিত হয়। নিম্নের সারণি ৬.১১ এবং লেখচিত্র ৬.৪-এ ২০০৩-২০০৪ অর্থবছর হতে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্কের হার দেখানো হলো:

সারণি-৬.১১: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হার

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৩-০৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪
২০১৪-১৫	১৪.৪৪
২০১৫-১৬	১৪.৩৭
২০১৬-১৭	১৪.৬১
২০১৭-১৮	১৪.৫৬
২০১৮-১৯	১৪.৬০
২০১৯-২০	১৪.৭৭
২০২০-২১	১৪.৭৮
২০২১-২২	১৪.৭৫
২০২২-২৩	১৫.০৯
২০২৩-২৪	১৪.৮৭

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডাটাবেইজ।

লেখচিত্র ৬.৪: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হার

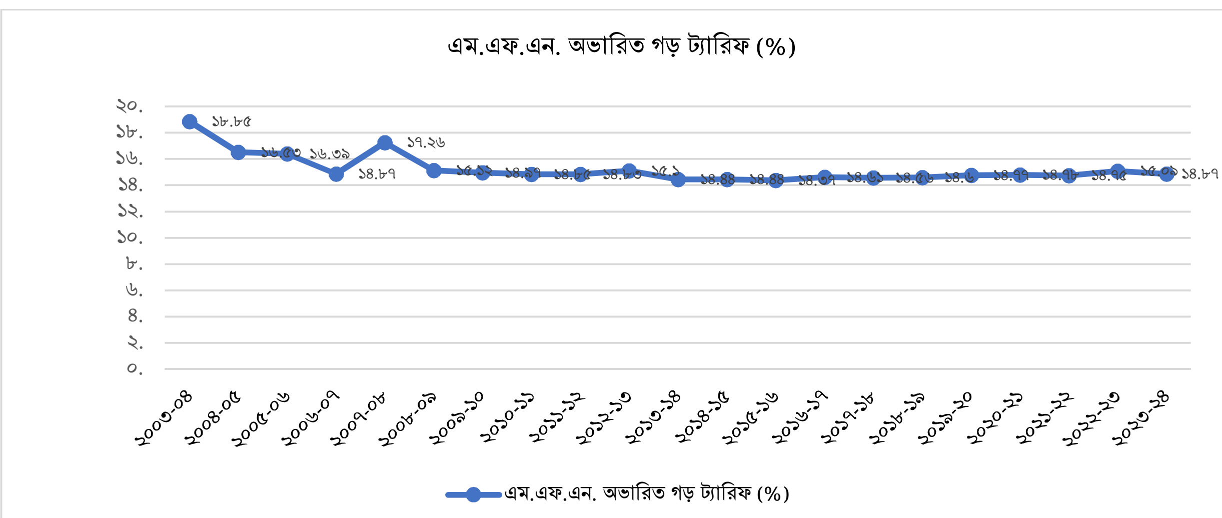

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ডাটাবেইজ।

বাংলাদেশ ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ করতে যাচ্ছে, যা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় একটি মাইলফলক। তবে, এ উত্তরণ অর্থনৈতিক নীতিমালায় ও রপ্তানিতে মৌলিক পরিবর্তনের দাবি রাখে। ২০২৬ সালের পর এলডিসি গ্রাজুয়েশনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA), নিবিড় অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) ইত্যাদি সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশের সাথে Free Trade Agreement (FTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি/দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকার চুক্তি/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA), আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিষয়ে বিস্তারিত সংযোজনী ৬.৩, ৬.৪ এবং ৬.৫- এ দেয়া হলো।

সংযোজনী ৬.১ **সংযোজনী**

রপ্তানি উন্নয়নে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

রপ্তানি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, নিম্নে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ উপেস্থাপন করা হলো:

নগদ সহায়তা প্রদান: দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং পণ্য রপ্তানিতে রপ্তানিকারকগণকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে এবং নতুন নতুন পণ্যে এ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ফলে কৃষিজাত পণ্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য, হিমায়িত চিংড়ি, আলু, হস্তশিল্পজাত পণ্য, পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যসহ বিভিন্ন পণ্যের রপ্তানি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে ৪৩টি পণ্য ও সেবা খাতে ০.৩ শতাংশ হতে ১০ শতাংশ হতে পর্যন্ত নগদ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ রপ্তানি ক্ষেত্রে তার প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ: রপ্তানি পণ্য বহুমুখিকরণে বর্তমান সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে সম্ভাবনাময় পণ্যসমূহকে ‘সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত’ ও ‘বিশেষ উন্নয়নমূলক খাত’ হিসেবে চিহ্নিতকরণ, ‘বর্ষ-পণ্য’ঘোষণা এবং এ সকল পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে নিবিড়ভাবে কাজ করা ও বিশেষ সুবিধাদি দেয়া। ‘পাদুকাসহ চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য’কে বর্ষপণ্য ২০১৭, ‘কাঁচামালসহ ঔষধ’কে বর্ষপণ্য- ২০১৮, ‘কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজত পণ্য’কে বর্ষপণ্য-২০১৯, ‘লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যকে বর্ষপণ্য-২০২০’, ‘আইসিটি পণ্য ও সেবা’কে বর্ষপণ্য-২০২২, ‘পাটজাত পণ্য’কে বর্ষপণ্য-২০২৩, ‘হস্তশিল্প পণ্য’-কে বর্ষপণ্য-২০২৪ এবং ‘ফার্নিচার পণ্য’কে বর্ষপণ্য-২০২৫ ঘোষণা করা হয়েছে। এসব খাতের উন্নয়নে আর্থিক প্রণোদনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, খাতভিত্তিক রপ্তানি উৎসাহিতকরণে সংশ্লিষ্ট খাতে স্বতন্ত্র নীতি প্রণয়ন করা হচ্ছে।

Active Pharmaceutical Ingredient (API): স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ডব্লিউটিও TRIPS চুক্তির অধীন ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্যে ৩১ ডিসেম্বর ২০৩২ পর্যন্ত পেটেন্ট ওয়েভার দেওয়ায় পেটেন্ট ওয়েভার সুবিধা কাজে লাগিয়ে ঔষধ রপ্তানিতে বাংলাদেশের প্রভূত উন্নতি লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। নিজস্ব এপিআই না থাকায় ঔষধ উৎপাদনে ব্যবহৃত এপিআই এর প্রায় ৯৫% আমদানি করতে হয়। আমদানি নির্ভর কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে ঔষধ শিল্প টেকসই হবে না। অন্যদিকে, ওয়েভার সুবিধার পরিসমাপ্তিতে ঔষধের মূল্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য দেশীয়ভাবে ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদন করা আবশ্যক। এছাড়া, যে সকল উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশকে নিজ দেশে পেটেন্টেড ঔষধের মলিকুল (এপিআই) তৈরিতে রাইট হোল্ডারকে রেমুনারেশন দিতে হয়, তারা ট্রিপস্ ওয়েভার সুবিধা নেওয়ার জন্য বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। এ প্রেক্ষাপটে এপিআই খাতে টেকসই শিল্পায়নের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বহুমুখিকরণ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃজনের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় এপিআই ও ল্যাবরেটরি বিকারক (Reagents) উৎপাদন ও রপ্তানি নীতি’ প্রণীত ও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে নীতিটি বাস্তবায়নে কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে।

রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণ : জাপানের ওসাকায় ১৩ এপ্রিল থেকে ১৩ অক্টোবর ২০২৫ মেয়াদে ০৬ (ছয়) মাসব্যাপী Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan- Designing Future Society for Our Lives থিম ও Connecting Lives সাবথিম এর আওতায় Type B প্যাভিলিয়নে অংশগ্রহণ করছে। Expo 2025 একটি আন্তর্জাতিক ইভেন্ট যেখানে বাংলাদেশি পণ্য এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সম্ভাবনা বৈশ্বিকভাবে উপস্থাপন করছে। বাংলাদেশ গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২০ টি আন্তজার্তিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে ৩২৯ টি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের হয়ে বিশ্ব দরবারে প্রতিনিধিত্ব করেছে। জানুয়ারি ২০২৫ এ বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে মাসব্যাপী ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ২০২৫ আয়োজন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, রপ্তানি বৃদ্ধিকে উৎসাহিতকরণ ও রপ্তানিকারকগণকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর সিআইপি (কমার্শিয়ালি ইম্পোর্টেন্ট পার্সন) ঘোষণা করেছে এবং তাদেরকে সিআইপি কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে রপ্তানিকারককে রপ্তানিতে অসাধারণ অবদানের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে।

বাণিজ্যিক উইং স্থাপন: বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে বাণিজ্যিক উইংয়ের রপ্তানি প্রসারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া, যে সকল মিশনে বাণিজ্যিক উইং নেই সেখানে সার্বিক কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে ২১টি দেশে ২৪টি কমার্শিয়াল উইং কাজ করছে। এছাড়াও মায়ানমারের ইয়াঙ্গুনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বাণিজ্যিক উইংটি ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় স্থানান্তর করা হয়েছে। তুরস্কের আঙ্কারায় বাণিজ্যিক উইং সৃজনের কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে। তেহরানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের বাণিজ্যিক উইংটি মেক্সিকো সিটিতে স্থানান্তরের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পাওয়া গেছে। তাছাড়া, ইন্দোনেশিয়ায় নতুন বাণিজ্যিক উইং সৃজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংযোজনী ৬.২

অর্থবছর ২০২৪-২৫ এ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ:

বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন ব্যবস্থা সহজীকরণের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

- ক্রয়/বিক্রয় চুক্তির বিপরীতে বাণিজ্যিক আমদানির ক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী ঋণ সুবিধাসহ ৬০ দিন বিলম্বে আমদানির সুযোগ প্রদান করা হয় (এফই সার্কুলার নং ২৪; তারিখ: অক্টোবর ২৪, ২০২৪)।

- রমজানে যৌক্তিক মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রীর স্থিতিশীল সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য চাল, গম, পেঁয়াজ, ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি, ডিম, ছোলা, মটর, মশলা এবং খেজুর আমদানির ক্ষেত্রে বায়ার্স/সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট গ্রহণপূর্বক ৯০ দিনের বিলম্ব মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় আমদানির অনুমতি দেয়া হয় (এফই সার্কুলার নং ২৯; তারিখ: নভেম্বর ১১, ২০২৪)।

- অগ্রিম আমদানি মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট দলিলাদি বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ ব্যতিরেকে ব্যাংক ইলেক্ট্রনিক্যালী এবং কাগুজে দলিলাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তী পরিদর্শনের জন্য সংরক্ষণ করবে (এফই সার্কুলার নং ৩২; তারিখ: নভেম্বর ১৯, ২০২৪)।

- বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১৮২-তম স্ক্রুটিনি কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাপ্লায়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিটের অধীনে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে ৩ বছর বিলম্বে মূল্য পরিশোধের সাধারণ প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে, যা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং সরকার দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিশেষায়িত অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানের জন্যও প্রযোজ্য হবে (এফই সার্কুলার নং৩৫; তারিখ: ডিসেম্বর ০১, ২০২৪)।

- ব্যাংক কর্তৃক ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত এলসি/চুক্তির সীমা ১০,০০০ মার্কিন ডলার থেকে ৩০,০০০ মার্কিন ডলার এবং স্থানীয় এজেন্টদের থেকে প্রাপ্ত এলসি/চুক্তির সীমা ২০,০০০ মার্কিন ডলার থেকে ৪০,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। মেয়াদ থাকাকালীন রিপোর্টটি ব্যাংক সকল আমদানিকারকের জন্য ব্যবহার করবে এবং অন্য ব্যাংক থেকে সরাসরি ক্রেডিট রিপোর্ট গ্রহণ করতে পারবে (এফই সার্কুলার নং ০৭; তারিখ: জানুয়ারি ১৪, ২০২৫)।

- শিল্পে ব্যবহারের জন্য কাঁচামাল, কৃষি সরঞ্জাম ও সার আমদানিতে ৩৬০ দিন বিলম্বে মূল্য পরিশোধ ব্যবস্থায় ঋণপত্র স্থাপনের প্রাধিকার প্রদান (ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫) করা হয়েছে। তবে এটি EDF ঋণের আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে এ নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে না (এফই সার্কুলার নং ০৮; তারিখ: জানুয়ারি ২০, ২০২৫)।

- এফই সার্কুলার নং ১৫, তারিখ ০৪ এপ্রিল ২০২১ এর মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের অনুকূলে কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য রিয়ালাইজেশন ক্লজসহ ঋণপত্র ইস্যু করার প্রদত্ত প্রাধিকার প্রত্যাহার করা হয় (এফই সার্কুলার পত্র নং ০৭; তারিখ: ফেব্রুয়ারি ০৯, ২০২৫)।

- স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে এডি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রতি মাসে ঋণপত্র ও ঋণপত্রের সংশোধিত কপি স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয় (এফই সার্কুলার পত্র নং ১৫; তারিখ: মার্চ ২৭, ২০২৫)।

- ক্ষুদ্র রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করার জন্য ই-কমার্সের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৫০০ মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য রপ্তানিতে ইএক্সপি ফরম পূরণের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছে (এফই সার্কুলার নং ২০, তারিখ: অক্টোবর ১৪, ২০২৪)।

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে এজেন্ট/ট্রেড ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজ করা নিবাসী কোম্পানি/ফার্মগুলোকে ব্যবসায়িক লেনদেনের জন্য "এজেন্ট রিটেনশন কোটা"-এর অধীনে বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছ। বৈদেশিক মুদ্রায় উপার্জিত অর্থের ১০ শতাংশ পর্যন্ত এসব একাউন্টে রাখা যাবে (এফই সার্কুলার নং ০৪, তারিখ: জানুয়ারি ১৩, ২০২৫)।

- বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তর্জাতিক লেনদেনের সুবিধার্থে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট কর্তৃক ডমেস্টিক ব্যাংকিং ইউনিট হতে রেগুলেটরী ক্যাপিটালের ৩০% পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। এছাড়াও, যে সকল অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট ইতিমধ্যে ৩০% এর বেশি ঋণ নিয়েছে তাদের ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ সালের মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ সমন্বয় করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয় (এফই সার্কুলার পত্র নম্বর ১৩ তারিখঃ আগস্ট ২০, ২০২৪)।

- বিদেশী ঋণের বিপরীতে ঋণ পরিশোধ প্রতিশ্রুতি হিসেবে ব্যাংক গ্যারান্টি বা স্ট্যান্ড বাই লেটার অব ক্রেডিট ইস্যুর ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিলারদেরকে (এডি) নিবাসী ঋণগ্রাহকের পক্ষে বিদেশী এক্সপোজার নিতে হয়, যার ফলে নিবাসী ঋণগ্রহীতা উক্ত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে প্রতিশ্রুতির বিপরীতে এডিকে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বিদেশী ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলেও নতুনভাবে স্থানীয় ঋণ সৃষ্টি হয়। যদি যথাযথ জামানত কভারেজ ছাড়া নন-ফান্ডেড দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়, তবে ঋণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। ঋণের ঝুঁকি কমাতে, এফই সার্কুলার ২৩/২০২১-এ কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যাংক গ্যারান্টি বা স্ট্যান্ড বাই লেটার অব ক্রেডিট এর মূল্যমানের অন্তত ০৫ শতাংশ নগদ মার্জিন রাখা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত নগদ মার্জিন ৫ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে বাড়ানোর জন্য এবং ঋণগ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলির সাথে যথেষ্ট ফান্ডেড ক্রেডিট লাইন থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয় (এফই সার্কুলার লেটার নং-১০ তারিখ: ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৫)।
- অনুমোদিত ডিলারগণ (এডি) নিবাসী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বিদেশী মুদ্রায় বিড বন্ড, পারফরম্যান্স বন্ড ও গ্যারান্টি ইস্যু করতে পারবে, তবে গ্যারান্টি আহ্বানের ক্ষেত্রে দায় পরিশোধ বাংলাদেশী টাকায় করতে হবে। যদি টেন্ডার নথিতে বিদেশী মুদ্রায় পরিশোধের শর্ত থাকে, তাহলে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস) সিস্টেমের মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রায় সেটেলমেন্ট করতে হবে। যেসব যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ও বিদেশী উভয় অংশীদার রয়েছে, সেখানে এডি নিশ্চিত করবে যে বিদেশী অংশীদার তার অংশের অনুপাতে জামানত প্রদান করছে (এফই সার্কুলার লেটার নং-১৯ তারিখ: মে ২৯, ২০২৫)।

সংযোজনী ৬.৩

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি/ দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকার/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (PTA/FTA)

ক. অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি

বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে ৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে Preferential Trade Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশের বাজারে ভুটানের ৩৪টি পণ্যের উপর থেকে এবং ভুটানে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ১০০টি পণ্যের উপর থেকে শুল্ক উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। একই সাথে অশুল্ক বাধাসমূহ দূর করা হচ্ছে। বাংলাদেশ-ভুটান পিটিএ হলো বাংলাদেশের সাথে অন্য কোন দেশের প্রথম দ্বি-পাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি। উক্ত চুক্তি কার্যকরণার্থে গত ২৮ জুলাই ২০২২ তারিখে SRO জারি করা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যে দ্বি-পক্ষিক বাণিজ্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভুটান থেকে বাংলাদেশ প্রধানত বোল্ডার স্টোন আমদানি করে যা দেশের অবকাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া ভুটান থেকে বাংলাদেশ ফল, সিমেন্ট শিল্পের কাঁচামাল, খনিজ সার ও কিছু সবজি আমদানি করে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ থেকে ভুটানে গার্মেন্টস পণ্য, জুস, প্লাইউড, মেলামাইন সামগ্রী, শুকনা খাবার, পানীয় ও ঔষধ রপ্তানি করা হয়।

খ. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে একতরফা শুল্ক ও কোটা সুবিধা পাওয়ার কারণে বাংলাদেশ ইতঃপূর্বে কোনো দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তবে, ২০২৬ সালের পর এলডিসি গ্রাজুয়েশনের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA), মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA), নিবিড় অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) ইত্যাদি সম্পাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বিভিন্ন দেশের সাথে Free Trade Agreement (FTA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করছে। কানাডা, জাপান, মালয়েশিয়া, চীন, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, মালি, মেসিডোনিয়া, মরিশাস, জর্ডান, জিসিসি, থাইল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে।

জাপানের সাথে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (EPA): বাংলাদেশ-জাপানের মধ্যে অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ রাউন্ডের নেগোসিয়েশন ২১-২৬ জুন ২০২৫ সময়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, ডিসেম্বর/২০২৫ এর মধ্যে বাংলাদেশ-জাপান অর্থনৈতিক অংশীদারীত্ব চুক্তির নেগোসিশন সম্পন্ন হবে।

চীনের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA): বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে ২০২৬ সাল অক্টোবরে Joint Study পরিচালনার জন্য এক MoU স্বাক্ষরিত হয়। MoU- এর আলোকে Joint Working Group (JWG) গঠিত হয়। ইতোমধ্যে চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে Joint Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে।

সিঙ্গাপুরের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA): বাংলাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে এফটিএ সম্পাদনের লক্ষ্যে ২য় রাউন্ডের নেগোসিয়েশন মে/২০২৫ সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করা যায় যে, ২০২৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর এফটিএ নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হবে।

দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে Economic Partnership Agreement (EPA): দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ০১টি Economic Partnership Agreement (EPA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। আশা করা যায় যে, আগামী ১ বছরের মধ্যে নেগোসিয়েশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে Comprehensive Economic Partnership Agreement (BD-UAE CEPA): বাংলাদেশের সাথে GCC ভুক্ত এ দেশটির বাণিজ্যিক সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশটির সাথে পণ্য, সেবা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির অভিপ্রায়ে বাংলাদেশে একটি CEPA সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। CEPA স্বাক্ষরের জন্য প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

গ. দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (Bilateral Trade Agreement)

বাংলাদেশ অদ্যাবধি চল্লিশের অধিক দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এসব বাণিজ্য চুক্তি মূলতঃ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সৌজন্যমূলক চুক্তি। সাধারণভাবে এসব চুক্তিতে কোন বাণিজ্য সুবিধা বিনিময়ের ব্যবস্থা নেই। তবে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নে এবং বাণিজ্য সহজীকরণে এসব চুক্তি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া, বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও ভুটানের সাথে বাণিজ্য সচিব পর্যায়ের বৈঠক চলমান রয়েছে।

সংযোজনী ৬.৪

আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি

(ক) দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (SAFTA):

দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে আঞ্চলিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্য নিয়ে ২০০৬ সালের ০১ জুলাই থেকে সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি South Asian Free Trade Area (SAFTA) কার্যকর হয়। SAFTA-এর আওতায় সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অশুল্ক বাধা দূরীকরণসহ সেনসিটিভ লিস্টের পণ্য তালিকা এবং শুল্ক হ্রাসকরণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সর্বশেষ সদস্য দেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ০১ জানুয়ারি ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্ক-ভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্ক-ভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ৯৮৭টি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ৯৯৩টি। SAFTA-এর আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ লিস্ট আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে।

(খ) সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS):

২৯ এপ্রিল ২০১০ তারিখে ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহের অংশগ্রহণে সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (SATIS) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ সাটিস এর সদস্য দেশসমূহের নিকট ১০টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং ০২টি সার্ভিস সেক্টরের অফার দিয়ে (টেলিকম ও ট্যুরিজম) এ সংক্রান্ত শিডিউল অব কমিটমেন্টস্ ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের শিডিউল অব কমিটমেন্টস চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

(গ) বে অব বেঙ্গাল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC):

বে অব বেঙ্গাল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (BIMSTEC) বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভুটান ও নেপাল এর সমন্বয়ে গঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টে (১) পণ্য বাণিজ্য, (২) সেবা খাতের বাণিজ্য এবং (৩) বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পণ্য বাণিজ্য চুক্তিটি প্রায় চূড়ান্ত হলেও সেবাখাতে বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ওপর আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। চুক্তিটিতে ১৪টি সেক্টর/সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যথা: (১) ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট, (২) টেকনোলজি, (৩) এনার্জি, (৪) ট্রান্সপোর্ট এন্ড কমিউনিকেশন, (৫) ট্যুরিজম, (৬) ফিশারি, (৭) এগ্রিকালচার, (৮) কালচারাল অপারেশন, (৯) এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, (১০) পাবলিক হেলথ, (১১) পিপল টু পিপল কন্ট্যাক্ট, (১২) পোভার্টি অ্যালিভিয়েশন, (১৩) কাউন্টার টেরোরিজম, ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম এবং (১৪) জলবায়ু পরিবর্তন। সম্প্রতি BIMSTEC Working Group on Rule of Origin এর ২২ তম সভা ২৫ মার্চ ২০২৫ তারিখ এবং BIMSTEC Working Group on Trade Facilitation এর ৩য় সভা ১৯ মার্চ ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশের আয়োজনে ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আয়োজিত হয়েছে। BIMSTEC- এর ৬ষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলন থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ BIMSTEC এর বর্তমান চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে।

(ঘ) এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (APTA):

১৯৭৫ সালে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম প্রাধিকারমূলক (preferential) বাণিজ্য চুক্তি 'Bangkok Agreement' স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালে প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে ‘Bangkok Agreement' পুনর্গঠন করে ‘Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হলো পারস্পরিক বাণিজ্য উদারীকরণের মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি। APTA-এর বর্তমান সদস্য দেশসমূহ হলো- বাংলাদেশ, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা, লাওস ও মঙ্গোলিয়া। বাংলাদেশ এই আঞ্চলিক জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৭টি দেশের মধ্যে কার্যকর APTA-এর আওতায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশে ১০,৯৫২টি ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে বাংলাদেশ শুল্ক সুবিধা পেয়ে আসছে। এর ফলে APTA-এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে সদস্য দেশসমূহে উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং SDG অর্জনে সহায়ক হবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে APTA-এর সদস্য দেশসমূহে বাংলাদেশের

রপ্তানি পণ্য অধিকতর শুল্ক সুবিধা এবং market access পাবে যার ফলে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে। ট্যারিফ কনসেশন ছাড়াও APTA-এর আওতায় Trade Facilitation, Investment Protection এবং Liberalization of Trade in Services বিষয়ে ৩টি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিগুলো বাস্তবায়িত হলে APTA-এর সদস্য দেশসমূহের সাথে সেবা খাতে বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

(ঙ) ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (TPS-OIC):

ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত COMCEC এর ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সংগঠন ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (OIC) সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০২ সালে ১০টি OIC ভুক্ত দেশ অনুসমর্থন করার পর Framework Agreement কার্যকর হয়। পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতায় ২টি চুক্তি-The Protocol on Preferential Tariff Scheme (PRETAS) এবং Rules of Origin (RoO) চূড়ান্ত হয়। উক্ত ৩টি চুক্তিতেই বাংলাদেশ স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে। PRETAS এর উদ্দেশ্য হলো এ কর্মপরিকল্পনার আওতাভুক্ত পণ্যসমূহের শুল্ক হ্রাসকরণ, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা দূরীকরণ। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শুল্ক হ্রাসকরণ প্রক্রিয়া, প্যারা ট্যারিফ ও নন ট্যারিফ বাধা অপসারণের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ সুবিধা পাবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে ওআইসি-ভুক্ত সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশে পণ্য রপ্তানির জন্য ৪৭৮টি পণ্যের একটি পণ্য তালিকা ওআইসি সচিবালয়ে প্রেরণ করেছে। ১ জুলাই ২০২২ হতে TPS-OIC কার্যকর হয়েছে এবং বর্তমানে TPS-OIC কার্যকরকারি দেশের সংখ্যা মোট ১৩টি। দেশসমূহ হলো বাংলাদেশ, তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া, জর্ডান, মরক্কো, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান ও কাতার। TPS-OIC কার্যকর হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ Rules of Origin-এর ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন সুবিধা কাজে লাগিয়ে TPS-OIC কার্যকরকারি অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে।

(চ) উন্নয়নশীল আটটি দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি (D-8 PTA):

১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ওআইসিভুক্ত আটটি উন্নয়নশীল দেশের সরকার প্রধানগণ মিলিত হয়ে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি জোট গঠন করে। বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে জোটটি গঠিত হয় যা সংক্ষেপে Developing-8 (D-8) নামে পরিচিত। ১৩ মে ২০০৬ তারিখে ডি-৮ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে D-8 Preferential Trade Agreement (D-8 PTA) স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২৮ মার্চ ২০০৮ তারিখে Rules of Origin (RoO) স্বাক্ষরিত হয়। ১৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ ৪০ শতাংশ মূল্য সংযোজন শর্ত গ্রহণপূর্বক চুক্তিটি অনুসমর্থন করে। এ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ৩৫৬টি পণ্যের একটি পণ্য তালিকায় শুল্ক হ্রাস অথবা শুল্ক ছাড় প্রদানের নিমিত্তে ২১ জুলাই ২০২২ তারিখে এসআরও নং ২৫২-আইন/২০২২/১৩৩/কাস্টমস জারি করেছে। এর ফলে বাংলাদেশ চুক্তিটি কার্যকরকারি দেশসমূহে প্রাধিকারমূলক শুল্ক সুবিধায় পণ্য রপ্তানি করতে পারবে। বাংলাদেশ ছাড়াও তুরস্ক, ইরান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তান কাস্টমস নোটিফিকেশন জারির মাধ্যমে চুক্তিটি কার্যকর করায় বাংলাদেশ উক্ত ৫টি দেশে শুল্ক ছাড় অথবা হ্রাসকৃত শুল্কে পণ্য রপ্তানি করতে পারবে।

(ছ) আঞ্চলিক বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব (RCEP):

আঞ্চলিক বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব (RCEP) হলো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সংহতি জোরদার করার সর্বশেষ বহুপাক্ষিক উদ্যোগ। এটি একটি অত্যন্ত বিস্তৃত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), যা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশসমূহের সংস্থা (ASEAN)-এর ১০টি সদস্য রাষ্ট্র ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মিয়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম এবং তাদের পাঁচটি FTA অংশীদার অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, নিউজিল্যান্ড ও কোরিয়া প্রজাতন্ত্র এর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে আঞ্চলিক বিস্তৃত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব (RCEP)-এ যোগদানের জন্য প্রাথমিক বাস্তবতা যাচাই (feasibility study) সম্পন্ন করেছে। বাস্তবতা যাচাই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সঙ্গে বৈঠক ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ ও সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখে বাংলাদেশ RCEP চুক্তিতে অংশগ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠাতে পারে। সেই অনুযায়ী, ১৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ RCEP-এ আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠায়। সম্প্রতি RCEP সচিবালয়ের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ Negotiation-এর লক্ষ্যে একটি Technical team গঠন করেছে।

সংযোজনী ৬.৫

আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

(ক) বাংলাদেশ-কমনওয়েলথ সম্পর্ক:

Commonwealth Trade Ministers Meeting (CTMM) গত ৫-৬ জুন ২০২৩ তারিখে মার্লবরো হাউস, লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কমনওয়েলথভুক্ত ৫৬টি দেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। CTMM সভায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের পক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ বক্তব্য প্রদান করে। বাংলাদেশের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে 'Legal Reform and Digitalisation Working Group' গঠনের এবং 'Supporting the Multilateral trading System' এর আওতায় কমনওয়েলথ-এর পক্ষ থেকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বহুজাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থার (Multilateral Trading System) আওতাধীন বিদ্যমান ও প্রতিশ্রুত বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সহায়তাসমূহ (Trade Support Measures) চলমান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) বাংলাদেশ-ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাণিজ্য সম্পর্ক:

ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অধিকতর বৃদ্ধির লক্ষ্যে Bangladesh-European Union Business Climate Dialogue-এর Dialogue নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এছাড়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ যৌথ কমিশন (EU-Bangladesh Joint Commission on Trade and Economic Cooperation)-এর ১০ম সভা গত ২০ মে, ২০২২ তারিখে বেলজিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধিদল যোগ দেন।

(গ) Common Fund for Commodities (CFC):

Common Fund for Commodities (CFC) বিশ্বের ১০১টি সদস্য দেশ এবং ৯টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তঃসরকার ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য দেশ হিসেবে সংস্থাটির নীতি নির্ধারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতে CFC সদস্য দেশসমূহের পণ্য বাজার উন্নয়নে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহায়ক প্রকল্প ভিত্তিক ঋণ সহায়তা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশের অনুকূলে ৯৭,৬৭৫ ইউনিট মূল্যমানের ১২৯ টি শেয়ার বরাদ্দ আছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫০টি মূল ভোটাধিকারসহ অতিরিক্ত ২৭৬টি ভোটাধিকার মিলিয়ে ৪২৬টি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকে।

(ঘ) ডব্লিউটিও এবং বাংলাদেশ:

- সম্প্রতি Ministerial Conferece-13-র সিদ্ধান্তের আলোকে Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement- Article 71.1 অনুযায়ী ডব্লিউটিওতে প্রথমবারের মত Review of the Implementation of the TRIPS Agreement অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রিভিউ বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে Council for TRIPS এপ্রিল ২০২৪ থেকে কার্যক্রম শুরু করে। এ বিষয়ে, TRIPS চুক্তি বাস্তবায়ন পর্যালোচনার পদ্ধতি (Review Modality) নিয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে WTO এর নেগোসিয়েশন চলমান। গত ২৬-২৭ জুন ২০২৫ তারিখে TRIPS কাউন্সিলের সর্বশেষ সভা হয়েছে। রিভিউ প্রসেস সম্পর্কে কাউন্সিল চেয়ারের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ট্রিপস সংক্রান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের মতামত সংগ্রহ ও সমন্বয় করে ইতোমধ্যে জেনেভায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত নেগোসিয়েশনে নিয়মিত অংশগ্রহণ করা হচ্ছে।

- ১৬টি দেশের জন্য বিদ্যমান TRIPS সুবিধাসমূহ কাজে লাগানোর জন্য WHO, WTO and WIPO-র উদ্যোগে একটি ত্রিপাক্ষিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পে বাংলাদেশ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জরুরি অবস্থার সময় আন্তর্জাতিক বাজারে টিকা, রোগ নির্ণয় সামগ্রী ও চিকিৎসা-সংশ্লিষ্ট পণ্য প্রাপ্তিতে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান। প্রকল্পের বিশেষজ্ঞগণ বর্তমানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যনীতি পর্যালোচনাসহ দেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সরকারের সুনির্দিষ্ট চাহিদা এবং অগ্রাধিকার চিহ্নিত

করছেন। উক্ত ত্রিপক্ষীয় প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনি ও নীতিগত কাঠামো এবং বাংলাদেশ পেটেন্ট আইন, ২০২৩-এর উপর একটি প্রাথমিক পর্যালোচনা প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনের উপর শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

- বাংলাদেশ বর্তমানে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে general transition এবং TRIPS আওতায় বিভিন্ন সুবিধা পাচ্ছে। এলডিসি গ্রুপের সর্বশেষ প্রস্তাবের মূল বিষয় ছিলো ভর্তুকি (Subsidies), বাণিজ্য-সম্পর্কিত মেধাস্বত্ব (TRIPS) ও কৃষি (Agriculture)। প্রস্তাবে এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণ-পরবর্তী ছয় (৬) বছরের জন্য ট্রানজিশন পিরিয়ড নির্ধারণের আহ্বান জানানো হয়েছে। বাংলাদেশ এ প্রস্তাব প্রণয়নে নেতৃত্ব দান ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। গত ১৬ জুন ২০২৫ তারিখে প্রস্তাবটি এলডিসি সাব-কমিটিতে উপস্থাপিত হয়। সর্বেশেষ, গত ২২-২৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে ডব্লিউটিও সাধারণ অধিবেশনের বৈঠকে প্রস্তাবটির ওপর আলোচনা করা হয়। প্রস্তাবটির ওপর ডব্লিউটিও কর্তৃক সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আলোচনা চলতে থাকবে।
- বহুপাক্ষিক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) Dispute Settlement System (DSU) কে অধিকতর কার্যকরী এবং স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে দুই স্তর বিশিষ্ট (প্যানেল ও আপিল) কর্তৃপক্ষের অধীনে বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তিতে গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। Ministerial Conference-13-র সিদ্ধান্তের আলোকে ডব্লিউটিওতে DSU-র পদ্ধতিগত সংস্কারের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। বাংলাদেশ General Council ও Dispute Settlement Board (DSB) এর সভায় সংস্কার আলোচনা শুরুর জন্য তাগিদ অব্যাহত রেখেছে।
- WTO-এর বিভিন্ন Agreement ওপর বাংলাদেশের Notification প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অনিষ্পন্ন Notification সমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত মূল কমিটি পুনর্গঠন করার পাশাপাশি ৫টি সাব-কমিটি করা হয়েছে। গত এক বছরে Agreement of Technical Barrier to trade-র আওতায় বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন, ২০১৮-এ এ সংক্রান্ত বিধিমালাসহ TRA, SPS Agreement এর আওতায় আটটি টেকনিক্যাল রেগুলেশন পরিবর্তন বিষয়ে ডবিব্লউটিওতে নোটিফিকেশন প্রদান করা হয়। বিভন্নি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে Notification এর তথ্যাদি প্রাপ্তির সাথে সাথে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

➢ Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the People's Republic of Bangladesh on a Trade and Investment Cooperation Forum (TICFA)

TICFA স্বাক্ষরিত হয় ২৫ নভেম্বর, ২০১৩। প্রতি বছর একবার করে উভয় দেশের উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে সচিব,বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে United States Trade Representative নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। সর্বশেষ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে ঢাকাতে TICFA ৭ম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

TICFA সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে:

- বাণিজ্য সম্প্রসারণে উভয় দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা;
- বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য একটি উন্মুক্ত ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, প্রযুক্তির উন্নতি ও বর্ধিতকরণে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশী উভয় ধরনের বেসরকারি বিনিয়োগে সহযোগিতা;
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন, নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার হ্রাস করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- WTO এর Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) অনুযায়ী মেধাস্বত্বের পর্যাপ্ত এবং কার্যকর সুরক্ষা প্রদানের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
- উভয় দেশের অর্থনৈতিক কল্যাণে শ্রমিকদের অধিকার পালন ও প্রচারের উন্নতির বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া এবং আইএলও ঘোষণায় উল্লিখিত মৌলিক শ্রম অধিকারের অনুশীলন করার বিষয়ে আলোচনা;
- Bangladesh-USA Reciprocal Trade নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে।